

সকলের জন্য স্থায়ীত্বশীল নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা ত্বরান্বিতকরণ প্রকল্প সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য চাই নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন



দূষিত পানি ও অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহারের কারণে আমাদের কি কি ক্ষতি হচ্ছে

বিশ্বব্যাপী, নিরাপদ পানি ব্যবহারে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সংখ্যা প্রায় ২০০ কোটি এবং একইসাথে ৪২০ কোটি মানুষের স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশনের সুবিধা নেই। বাংলাদেশের মাত্র ৫৯ শতাংশ মানুষ নিরাপদ পানি পায়। আর নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা আছে ৩৯ শতাংশ (সূত্র: প্রথম আলো ৩০ মে ২০২২)। দূষিত পানি পান ও অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশনের কারণে মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতির পাশাপাশি আর্থিক ক্ষতিও হচ্ছে প্রচুর। শিশুদের স্বাভাবিক লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটে। মেধার বিকাশ ব্যাহত হয়। অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশনের প্রভাবে মাটি, পানি ও বায়ুদূষণ হতে পারে যা পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করতে পারে। পরিবেশের ভারসাম্য হারিয়ে গেলে পরিবেশস্থ সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনচক্র ব্যাহত হয় যা ক্রমান্বয়ে পরিবেশের বিপর্যয় ডেকে আনে।

এই প্রেক্ষিতে ওয়েভ ফাউন্ডেশন Water.org এর সহায়তায় সংস্থার লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে নিরাপদ পানি ও উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য দেশের ১৫টি জেলায় “সকলের জন্য স্থায়ীত্বশীল নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা ত্বরান্বিতকরণ” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্প সংস্থার লক্ষ্যভুক্ত পরিবারে তথা কর্মএলাকায় নিরাপদ পানি ও উন্নত স্যানিটেশন বিষয়ে গণসচেতনতা ও স্বাস্থ্যাভ্যাসে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

সুস্থ থাকার জন্য আমাদের করণীয়

উল্লেখিত ক্ষতি থেকে পরিবারের সকলকে নিয়ে সুরক্ষিত থাকার জন্য আমাদের নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার করা জরুরী ও আবশ্যিক। পাশাপাশি সবসময় স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস ও আচরণ বজায় রাখতে হবে। এতে আমাদের পরিবারের সকলে বিশেষ করে শিশুরা সুস্থ, স্বাস্থ্যবান ও হাসি-খুশি থাকবে। ছেলেমেয়েরা মেধাবী হবে, লেখাপড়ায় ভালভাবে শিক্ষা অর্জন করতে পারবে। তাই পরিবারের সবাইকে ভাল রাখতে আমাদের নিরাপদ পানি ও উন্নত স্যানিটেশন বিষয়ে ভালভাবে জানতে হবে।

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন বলতে কী বুঝায়

যে পানি স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ, লবনাক্ততা ও ক্ষারমুক্ত এবং যে পানিতে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু নেই; অন্যান্য খনিজ পদার্থ যেমন- আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, আর্সেনিক, ফ্লোরাইড ইত্যাদি সহনীয় মাত্রায় থাকবে। আর স্যানিটেশন হলো সকল প্রাণীর মল-মূত্র, ময়লা পানি ও আবর্জনা নিরাপদভাবে আবদ্ধ রাখার সঠিক ব্যবস্থা।



ওয়েভ ফাউন্ডেশন- এর উদ্যোগ

সকলের জন্য স্থায়ীত্বশীল নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা, গুণগতদিক নিশ্চিতের পাশাপাশি সবার জন্য সমান সুযোগ এবং টেকসই ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে মানসম্মত টয়লেট ও টিউবওয়েল নির্মাণের জন্য সহজশর্তে ঋণ প্রাপ্যতা

টিউবওয়েল বা স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট স্থাপনের জন্য এনজিও সরাসরি কোন ঋণ দেয় না বললেই চলে। ফলে দরিদ্র পরিবারগুলো টাকা না থাকার কারণে নিরাপদ পানি ও ভাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকেই যাচ্ছে। এসব সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের সামর্থ্য বিবেচনায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন টিউবওয়েল ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করছে। সংস্থা সাশ্রয়ী দামের মধ্যে ফেটি স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট মডেল

প্রস্তুত করেছে। নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ঋণ খাতের মধ্যে রয়েছে- টিউবওয়েল, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট, পানির পাম্পসহ টিউবওয়েল, ওয়াটার ট্যাংকসহ টিউবওয়েল, পানি নিরাপদকরণ ফিল্টার এবং পানির সংযোগসহ সম্প্রসারণ লাইন ইত্যাদি। এসব খাতে ওয়েভ ফাউন্ডেশন ১০,০০০/- (দশ হাজার) থেকে ১০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করছে। সংস্থার ইউনিট অফিসসমূহের কর্মএলাকায় লক্ষ্যভুক্ত সমিতি সদস্যদের ওয়াশ ঋণ প্রদান করা হয়।

মানসম্মত টিউবওয়েল ও টয়লেট স্থাপনের জন্য কারিগরি সহায়তা

ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে ভাল গুণগতমানসম্পন্ন টিউবওয়েল ও টয়লেট স্থাপনের জন্য সংস্থার অভিজ্ঞ প্রকৌশলী কর্তৃক কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়। কারিগরি সহায়তার মধ্যে রয়েছে- টয়লেট ও টিউবওয়েল প্রকল্পের নকশা, প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় (বাজেট) নির্ধারণ, নির্মাণ পূর্ববর্তী প্রকল্প সাইট ভিজিট, নির্মাণকালীন প্রকল্প পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান, নির্মাণ পরবর্তী সময়ে ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন বিষয়ে পরামর্শ এবং টিউবওয়েলের পানিতে আর্সেনিক পরীক্ষা করে দেয়া হয়। নামমাত্র নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে এসব পরামর্শ ও সেবা প্রদান করা হয়।



প্রকাশ ও প্রচারণায়

ওয়েভ ফাউন্ডেশন, ২২/১৩ বি, ব্লক-বি, খিলজী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭। প্রকাশকাল জুলাই ২০২২